TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

انا مدينة العلم وعلي بابها

এমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

এমামীয়া দীনিয়াত

CLASS II

প্রকাশক

তানজীমুল মাকাতিব
গোলাগঞ্জ লক্ষ্ণৌ-১৮

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বেইছ্ মেহ্ী ছুব্ হানোহু

এমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

এমামীয়া দীনিয়াত

(দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য)

II

—ঃ প্রকাশক ঃ—

তানজিমুল মাকাতিব

২৮ গোলাগঞ্জ লক্ষ্ণৌ-১৮

ফোন ও ফ্যাক্স— ০৫২২ ২১৫১১৫

ইউ, পি ,ভারত

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

শিক্ষকদের প্রতি উপদেশ

১। প্রতিটি পাঠ পড়ানোর পর ছাত্রদের এরূপ প্রশ্ন করতে হবে যাতে তারা পাঠের ভাবার্থ বলতে পারে।

২। পাঠের পরবর্ত্তি প্রশ্ন জোখার মাধ্যমে মুখস্থ করাতে হবে।

৩। প্রয়োজনে কার্য্যকরী শিক্ষা দিতে হবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

প্রথম পাঠ

খোদার অবস্থান

ধূমায়মান ঘর দেখে বিশ্বাস হয় ওখানে আগুন আছে। রাস্তায় পদ চিহ্ন দেখে মনে হয় এদিক থেকে কোন ব্যক্তি চলে গেছে। ছুটন্ত রেল, ভ্রাম্যমান মোটর ও চলন্ত সাইকেল দেখে ধারণা হয় কোন ব্যক্তি ওদের তৈরী করেছে। এরা নিজেই তৈরী হয় নাই। এটাও বিশ্বাস হয় যে কেউ এদের চালনা করছে—নিজেরা চলছে না।

এরূপ পৃথিবী, আকাশ, মানুষ, চাঁদ, সূর্য্য, তারা, গাছ, পাহাড় প্রভৃতি দেখে বিশ্বাস হয়, কেউ না কেউ সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছে। এই সৃষ্টিকর্তাকে খোদা বলে।

আমরা মোটর মিস্ত্রিকে না দেখেও মনে করি সে একজন গুণী ব্যক্তি, সে জীবিত আছে ও শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী। এই ঘুরন্ত পৃথিবীকে দেখে স্বীকার করা হয়, এর সৃষ্টিকর্তা খুবই শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী। তিনি সব বিষয় জ্ঞাত। তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন ইচ্ছা এক ইঙ্গিতে ধ্বংস করতে পারেন।

অনুশীলনী :—

১। খোদা কে ?

২। খোদাকে কিভাবে জানলে ?

৩। পৃথিবী কেন নিজেই সৃষ্টি হতে পারে না ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বিতীয় পাঠ

তওহীদ

পৃথিবী থেকে আকাশ পর্য্যন্ত সকল সৃষ্টিকে একই নিয়মে চলা, চন্দ্র-সূর্য্যের নির্দিষ্ট সময়ে উদয় অস্ত, নদ-নদীর একই পথে প্রবাহিত, একই নিয়মে গাছের জন্ম বৃদ্ধি—প্রমাণ দেয় পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়। নতুবা পৃথিবীর নিয়ম কানুন ভিন্ন হত।

১। একলাখ চব্বিশ হাজার নবী ও আছমানী পুস্তক সমুহ এক খোদার কথাই ঘোষণা করে। যদি অপর কোন খোদা থাকত তাহলে সেও নবী প্রেরণ করত ও পুস্তক অবতারণ করাত। সুতারাং জানা গেল খোদা এক।

২। যদি দুজন খোদা থাকত তাহলে পৃথিবী এক নিয়মে চলত না। যদি দু'জন খোদা হ'ত তা'হলে দ্বিতীয় খোদার সৃষ্টি অন্য কোন পৃথিবী থাকত ও চন্দ্র-সূর্য্য দুরকম হ'ত। কিন্তু এরূপ নেই। যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে খোদা এক।

অনুশীলনী ঃ—

১। খোদার একতার প্রথম প্রমাণ কি ?
২। খোদার একতার দ্বিতীয় প্রমাণ কি ?
৩। এই পৃথিবীকে দেখে কিভাবে জানলে খোদা এক ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তৃতীয় পাঠ

ছেফাতে ছুবুতীয়া

খোদার সু-প্রসিদ্ধ গুণ আটটি, যাকে ছেফাতে ছুবুতীয়া বলা হয়।

১। ক্বাদীম—অর্থাৎ খোদা সব সময়ে আছেন ও সব সময়ে থাকবেন।

২। ক্বাদির— অর্থাৎ খোদা সব বিষয়ে সমর্থ। নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ করেন বা করে না।

৩। আলীম— অর্থাৎ খোদা সব কিছুই জানেন। কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই।

৪। মুদ্রিক— অর্থাৎ খোদা চোখ ছাড়া সবই দেখেন, কান ছাড়া সবই শোনেন।

৫। হাই— অর্থাৎ খোদা সব সময় জীবিত আছেন ও সব সময় জীবিত থাকবেন।

৬। মুরীদ— অর্থাৎ সব কাজ নিজের ইচ্ছায় করেন। কোন কাজ করতে তিনি বাধ্য নন।

৭। মুত্তাকাল্লিম— অর্থাৎ খোদা নিজের ইচ্ছায় যে কোন জিনিসের দ্বারা কথা বলাতে পারেন।

৮। ছাদিক— অর্থাৎ খোদা সব বিষয়ে সত্যবাদী।

অনুশীলনী ঃ

১। আমাদের ও খোদার দেখাশোনার মধ্যে প্রভেদ কি?

২। ক্বাদির ও হাই এর অর্থ কি?

৩। আমাদের বাকশক্তি ও খোদার মুত্তাকল্লিমের মধ্যে প্রভেদ কি?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্থ পাঠ

ছেফাতে ছাল্‌বিয়া

যে সব বিষয় আল্লাহর মধ্যে নেই, তা আটটি। ইহাকে ছেফাতে ছাল্‌বিয়া বলে।

১। **মুরক্কব নয়**– অর্থাৎ খোদা কোন জিনিষের সংমিশ্রণে সৃষ্টি নয়, এবং খোদার মিশ্রণেও কোন জিনিষ সৃষ্টি হয় না।

২। **শরীর নেই**— খোদার হাত, পা, চোখ, কান, মুখ, জিহ্বা প্রভৃতি নেই।

৩। **মাকান নেই**—খোদার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই, অবশ্য নিজের মহিমায় সর্বদা সর্বস্থানে বিরাজমান।

৪। **হলুল নয়**— খোদা কোন জিনিষের মধ্যে প্রবেশ করেন না বা কোন জিনিষ তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

৫। **মরয়ী নয়**— খোদাকে কেউই দেখতে পায় না। না দুনিয়ায় না আখেরাতে।

৬। **মহল্লেহাওয়াদিছ নয়**—খোদার কোন পরিবর্তন নেই

৭। **শরীক নেই**— খোদা একাই তার কোন সঙ্গী সাথী নেই।

৮। **ছেফাতে জায়েদ**— খোদার সত্তা ও গুণাবলী পৃথক পৃথক নয়।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী ঃ

১। ওয়াজু কোন তাহারত ?

২। নিয়েত ছাড়া গোসল ঠিক হবে কি ?

৩। হাদছে আকবর কাকে বলে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চম পাঠ

ইস্‌লাম, ঈমান ও তক্‌ওয়া

উছুলে দীনের তিনটি বিষয়ের স্বীকৃতি ইস্‌লাম। সুতরাং যারা কেবলমাত্র তওহীদ, নবুওয়াত ও কেয়ামত কে উছুলে দীন হিসাবে বিশ্বাস করে তাদের মুসল্‌মান বলা হয়।

উছুলেদীনের পাঁচটি বিষয়ের স্বীকৃতি হ'ল ঈমান। সে জন্য যারা তওহীদ, আদল্‌, নবুওয়াত, এমামত ও কেয়ামত কে উছুলেদীন বলে বিশ্বাস করে তাদের মোমিন বলা হয়।

খোদার ভীতি, তার শাস্তির ভয় ও তার আদেশের অনুগামী হওয়ার নাম তক্বওয়া বা ভীতি।

ইস্‌লামকে অস্বীকার করলে কাফের হয়। ঈমান না রাখলে মোনাফিক ও ধর্মীয় আদেশের অনুগামী না হলে ফাছিক বা আদেশ লজ্ঘনকারী বলা হয়।

অনুশীলনী ঃ

১। ইস্‌লাম কি ও তার বিরোধীকে কি বলা হয়?

২। ঈমানের সংজ্ঞা দাও।

৩। মোনাফিক ও ফাছিকের মধ্যে প্রভেদ কি?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠ পাঠ

আক্বীদা ও আমল

মানুষ যখনই কোন কাজ করে তখন কাজ করার পূর্বে চিন্তা করে যে কিভাবে করবে। তারপর কাজ আরম্ভ করে। চিন্তা যত ভাল হয়, আমল্ বা কাজ ততই ভাল হয়।

এ জন্যই ইস্‌লাম ভাল কাজের জন্য ভাল ধারণা রাখার আদেশ দিয়েছে। এই ধারণাকে আক্বীদা বা বিশ্বাস বলে।

আক্বীদা মানুষের জীবন সংশোধন করে এবং কর্মকে সৎ ও পবিত্র করতে সাহায্য করে।

তওহীদ— প্রতি কর্মে খোদার অনুগামী হতে উৎসাহিত করে।

নবুওয়াত ও এমামত— এর দ্বারা কর্ম সম্পাদনের নিয়ম জানা যায়।

আদালত— সৎকর্মে পুরস্কার ও অসৎকর্মে শাস্তির ধারণা সৃষ্টি হয়।

কেয়ামত— জান্নাতে যাওয়ার আশা ও দোজখে নিক্ষেপ করার ভয় সঞ্চার হয়।

অনুশীলনী ঃ

১। আক্বীদা ও আমলের প্রভেদ দেখাও।

২। উছুলেদীনের উপকারীতা কি ?

৩। কর্ম সৎ কখন হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তম পাঠ

আদল

খোদার একাত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আদিল বা সু-বিচারক মানা প্রয়োজন। খোদার আদিল হওয়ার অর্থ হল, তিনি কোন সৎকর্ম ত্যাগ করেন না ও কোন কু-কর্ম করেন না।

খোদা যা করেন তা ঠিকই করেন। আমরা তাঁর কাজের উদ্দেশ্যে ও উপকারিতা বুঝতে পারি না। এই জন্য আমরা আপত্তি করি। খোদার কাজ সকলের জন্যই হয়ে থাকে। তিনি কোন একজন বা কোন স্থানের উপকারের জন্য কাজ করেন না। অথচ আমরা কেবল আমাদের উপকার চাই ও নিজস্ব লাভের জন্য কাজ করি। কিন্তু খোদা সকলের। তিনি সব কাজে সকলের খেয়াল রাখেন। তিনি পয়গম্বর পাঠিয়েছেন সকলের জন্য। পুস্তক দিয়েছেন সকলের জন্য। এমাম নিযুক্ত করেছেন সবারই জন্যই। তিনি কারও আত্মীয় বা বংশধর নন। খোদা প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিকে ভালবাসেন ও প্রত্যেক অসৎ ব্যক্তির শত্রু।

অনুশীলনী ঃ

১। আদলের অর্থ বল ?

২। লোক খোদাকে জালীম কেন মনে করে ?

৩। খোদার কাজ কার জন্য হয়ে থাকে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টম পাঠ

বান্দাগণের কর্ম

আল্লাহতালা মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাকে শক্তি সামর্থ্য দান করেছেন এবং ভালমন্দের নমুনা দেখিয়ে প্রত্যেককে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখন প্রতি মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজ করার অধিকার আছে। কাজের ফল অবশ্যই দেওয়া হবে।

যেহেতু মজবুর ব্যক্তি ভাল কাজ করলেও তাকে প্রশংসা করা হয় না আবার মন্দ কাজ করলেও তাকে দোষ দেওয়া হয় না। এই জন্যই খোদা কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে বাধ্য করেন নাই।

পয়গম্বরগণ বান্দাদের সৎ রাস্তার সন্ধান দিয়েছেন এবং অসৎ ও কু-কর্ম ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। এখন মানুষ আপত্তি করতে পারে না যে তাদের সৎ ও অসতের জ্ঞান ছিল না।

অনুশীলনী ঃ

১। বান্দা নিজ কর্মে বাধ্য না স্বাধীন ?

২। মজবুরির ক্ষতি কি ?

৩। নবী কেন পাঠান হয়েছে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নবম পাঠ

নবীর বৈশিষ্ট্য

খোদা যে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন তাঁরা দেখতে শুনতে আমাদেরই মতই মানুষ ছিলেন। আমাদের মতই খেতেন, পান করতেন, ঘুমাতেন ও জাগতেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যেত যা আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

১। খোদা নবীদিগকে আমাদের হেদায়তের জন্য (উপদেশ দেওয়ার) পাঠিয়েছেন, আর আমরা নবীদের আদেশ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি হয়েছি।

২। তাঁরা জ্ঞানী হিসাবে সৃষ্টি ও শৈশব থেকেই হালাল ও হারাম মেনে চলেন। আমরা মূর্খ হয়েই পয়দা হই ও আমাদের উপর হালাল-হারাম—সাবালক হ'লে বাচবিচার করা ওয়াজিব হয়।

৩। তাঁরা পৃথিবীতে কারো কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করেন না। আমরা শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করি।

৪। তাঁরা সারা জীবনে ভুল-ভ্রান্তি করেন না কিন্তু আমাদের দ্বারা প্রত্যহ পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে।

৫। তাঁদের খোদা নবুওয়াতের আসন দান করেছেন, আমরা তার হকদার নই।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী :

১। নবীদের কিরূপ হওয়া দরকার ?

২। কোন মূর্খ বা পাপী কি নবী হতে পারে ?

৩। আমাদের ও নবীদের মধ্যে প্রভেদ কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দশম পাঠ

শেষ নবী

আল্লাহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীদের মধ্যে তিনশত তের জনকে রসুল ক'রে পাঠিয়েছেন। আবার এই তিনশত তের জন রসুলের মধ্যে পাঁচজনকে উলুল-আজম্ রসুল ও প্রতি উলুল আজম্ রসুলকে খোদা পুস্তক ও শরীয়ত দিয়েছেন।

রসুল নবীদের শ্রেষ্ঠ, ও উলুল আজম্ পয়গম্বর রসুল থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং সকলের শ্রেষ্ঠ আমাদের রসুল হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা (ছঃ)।

আমাদের রসুলকে খোদা কোরআনের মত শ্রেষ্ঠ পুস্তক দিয়েছেন যা ক্কেয়ামত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ইস্‌লামের মত ধর্ম দিয়েছেন যার মধ্যে ইহকাল ও পরকালের সৎ ও অসৎ ব্যক্তির জন্য উপদেশ আছে। আহলে-বায়েতের মত নিষ্পাপ আত্মীয় ও বংশধর দিয়েছেন যাঁরা আমাদের রসুল ব্যতিত সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ।

অনুশীলনী ঃ

১। আমাদের নবীর স্থান কিরূপ ?

২। নবী, রসুল ও উলুল আজমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

৩। আমাদের রসুলের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একাদশ পাঠ

এমামের বৈশিষ্ট্য

নবীর পর ধর্ম পরিচালনাকারী ও রক্ষাকারীকে এমাম বলা হয়। এমামের কাজ হল ধর্মের প্রতি বিষয়কে তার আসল অবস্থায় রক্ষা করা ও লোকদের ধর্মে আনয়ন করতে চেষ্টা করা।

এমামকে মাছুম হওয়া (নিষ্পাপ হওয়া) এমনই প্রয়োজন, যেমন নবীদের মাছুম হওয়া প্রয়োজন। এমামও নবীর ন্যায় শৈশব থেকে প্রতি বিষয়ে জ্ঞাত হন ও হালাল হারাম মেনে চলেন।

আমাদের এমাম বারজন। খোদা তাঁদের হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা (ছঃ) এর খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তাঁরা শরীয়তের রক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়েছেন।

যেহেতু আমাদের নবী সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বার এমাম তারই স্থানাধিকারী ও খলিফা সে জন্য বার এমামও নবীর ন্যায় অন্য সকল পয়গম্বর থেকে শ্রেষ্ঠ।

অনুশীলনী ঃ

১। এমাম কাকে বলা হয় ?

২। এমাম কেন মাছুম হন ?

৩। আমাদের এমাম পয়গম্বর থেকে কেন শ্রেষ্ঠ ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাদশ পাঠ

শেষ এমাম

আল্লাহ পাক যেমন আমাদের নবীকে শেষ নবী করে তাঁর উপর নবুওয়াত পূর্ণ করেছেন, তেমনই আমাদের দ্বাদশ এমাম হজরত মুহম্মদ মাহ্দী (আঃ) কে শেষ এমাম রূপে নিযুক্ত করেছেন। আমাদের নবীর পর যেমন কোন নবী আসে নাই তেমনই আমাদের দ্বাদশ এমামের পর কোন এমাম আসবে না।

দ্বাদশ এমাম খোদার আদেশে জীবিত ও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আছেন। খোদার নির্দেশ হলে প্রকাশিত হবেন। ঐ সময় অন্যায়-অত্যাচারে পরিপূর্ণ পৃথিবীকে ন্যায় ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করবেন।

গায়বতের জমানায় (অন্তরালীনকাল) আমাদের ওলামা এমামের প্রতিনিধি রূপে কাজ করেন। সে জন্য তাঁদের নির্দেশ মেনে চলা আমাদের উপর জরুরী কর্তব্য। কেননা—তাঁরা এমামের আদেশ বলে দেন। আবার এমামের আদেশ খোদা ও রসুলের আদেশ রূপে গণ্য করা হয়।

অনুশীলনী ঃ

১। শেষ এমামের নাম বল ?

২। বর্ত্তমানে এমাম গায়েব আছেন না জাহির ?

৩। জাহির হ'লে তিনি কি করবেন ?

৪। আমরা ওলামাদের কথা কেন শুনি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রয়োদশ পাঠ

ক্বেয়ামত

মৃত্যুর পর এমন একদিন আসবে যখন সমস্ত লোকদের পুনরায় জীবিত করা হবে। সেদিনের নাম ক্বেয়ামত। সেদিন ভাল কাজের জন্য ছওয়াব ও মন্দ কাজের জন্য আজাব হ'বে।

জান্নাত— এমনই স্থান যেখানে সকল প্রকার আরাম ও যাবতীয় নে'মত মজুদ থাকবে। সেখানে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট থাকবে না। যার কর্ম ভাল সে সর্বদা সেখানে থাকবে।

দোজখ— এমন স্থান যেখানে সব রকম শাস্তি ও কষ্ট থাকবে। দোজখের প্রতিটি জিনিষ খাদ্য, পানীয়, বিছানা সবই আগুনের হবে। মন্দ কর্ম করলে এখানে সর্ব্বদা থাকতে হবে।

অনুশীলনী ঃ

১। ক্বেয়ামত কোন দিন?

২। জান্নাত কেমন স্থান? সেখানে কে থাকবে?

৩। দোজখ কেমন স্থান? সেখানে কে থাকবে?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্দশ পাঠ

মোযেজা

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত কারও কথা বিশ্বাস করে না। বক্তার দায়িত্ব হল তার বক্তব্য বিশ্বাস করানোর জন্য প্রমাণ দাখিল করা এবং প্রমাণ এমন হ'বে যাতে তার বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়।

খোদা এজন্য নবী ও এমামদের মোযেজা দান করেছেন। যা'তে নবী ও এমাম তাঁদের নবুওয়াত ও এমামত প্রমাণ করতে পারেন।

যে কাজ কোন ব্যক্তি খোদার বিশেষ সাহায্য ছাড়া করতে পারে না তাকে মোযেজা বলে।

নবী বা এমামদের মোযেজা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হল, যেন লোক বিশ্বাস করে যে তাঁরা নবী বা এমাম। তাঁরা সাধারণ ব্যক্তি নন। বরং তাঁরা খোদার বিশিষ্ট বান্দা যাদের খোদা হেদায়তের জন্য পাঠিয়েছেন। সে জন্যই খোদা তাঁদের মোযেজারূপ বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন।

অনুশীলনী ঃ

১। মোযেজা কাকে বলে?
২। মোযেজার উপকারিতা কি?
৩। মোযেজার প্রয়োজনীয়তা কি?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চাদশ পাঠ

কোরআন

কোরআন আল্লাহর শেষ পুস্তক যাকে তার শেষ নবী হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা (ছঃ) কে মোযেজা স্বরূপ অবতরণ করিয়েছেন। ইহাতে মোট একশত চৌদ্দটি সুরা আছে। প্রতি সুরা বিছমিল্লাহ দিয়ে আরম্ভ হয়। কেবলমাত্র সুরা বারা-আ-ত-এ বিছমিল্লাহ নেই।

কোরআনের সম্পূর্ণ জ্ঞান কেবল হজরত রসুল (ছঃ) ও তাঁর আহলে বায়েতের নিকট আছে। তাছাড়া অন্য কারো নিকটে সম্পূর্ণ কোরআনের জ্ঞান নেই।

ওয়াজু ব্যতিত কোরআনের অক্ষর স্পর্শ করা হারাম। কোরআনের এমন চারটি আয়েত আছে যা শুনলে বা পড়লে সেজদা করা ওয়াজিব হয়।

কোরআন এমনই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট পুস্তক যার জওয়াব আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী মিলিত হয়েও দিতে পারে নাই, এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত দিতে পারবে না।

অনুশীলনী ঃ

১। কোরআন কেন অবতরণ করা হয়?

২। ইহাতে কত সুরা আছে?

৩। কোরআনের জ্ঞান কার নিকট আছে?

৪। কোরআনের অক্ষর স্পর্শ করার শর্ত কি?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষোড়শ পাঠ

কাবা

কা'বা আরবদেশের মক্কা নগরে অবস্থিত খোদার ঘর। যাকে হজরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইস্‌মাইল (আঃ) আল্লাহর আদেশে জনগণের জন্য তৈরী করেন।

হাজীগণ এই কাবারই তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করেন। নামাজ পড়ার সময় এই কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হয়। আমাদের প্রথম এমাম হজরত আলী (আঃ) এই কাবাঘরে জন্ম-গ্রহণ করেন।

জনাবে ইবরহীমের (আঃ) পরে কাবা ঘরে মূর্তি রাখা হয়েছিল। যা হজরত রসুলের (ছঃ) যুগ পর্যন্ত ছিল। যখন তিনি মক্কা জয় করলেন তখন হজরত আলীকে কাঁধে নিয়ে সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন।

কাবার পূর্ব্বে বায়তুল মুকদ্দছ মুসল্‌মানদের ক্বিবলা ছিল। তারপর একদিন নামাজের অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় যা আজ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

আমাদের শেষ এমামের আবির্ভাব এই কাবার নিকট হবে।

অনুশীলনী ঃ

১। কাবা কে তৈরী করেছেন ?

২। মূর্তি ধ্বংস কবে হয়েছিল ?

৩। কাবা কবে কিবলা হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তদশ পাঠ

আজাদারী

এমাম হোসায়েন (আঃ) এর শাহাদাতের স্মৃতি পালনকে আজাদারী বা শোক পালন বলা হয় ।

আজাদারীর সূচনা আমাদের আইম্মা-মাছুমীন (আঃ) আরম্ভ করেন। ইহাতে মজলিস, মাতম ও মিছিল প্রভৃতি সবরকম রছম শামিল থাকে । জনাবে জায়নব এজিদের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বপ্রথম মজলিস করেন । তারপর ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রতি দেশে প্রতি দলে ও মজহবে প্রসারিত হয় ।

বর্তমান ভারতবর্ষে বহু অ-মুসলিম আছেন যারা এমাম হোসায়েন (আঃ) এর শোক পালন করেন ।

মহরম মাস আজাদারীর বিশেষ মাস । কারণ এই মাসের দশ তারিখে এমাম (আঃ) শহীদ হয়ে ছিলেন ।

আমাদের দেশে আট রবিউল-আউওয়াল পর্যন্ত আজাদারী পালিত হয় ।

অনুশীলনী ঃ

১ । আজাদারী কাকে বলে ?

২ । ইহা কবে থেকে আরম্ভ হয় ?

৩ । কত দিন পর্যন্ত ইহা পালিত হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টদশ পাঠ

মজহবের পাঁচটি আদেশ

খোদা তার বান্দাদের যে সকল আদেশ দিয়েছেন তাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **ওয়াজিব**— যে কাজ করলে ছাওয়াব না করলে আজাব হয়।

২। **হারাম**— যা করলে আজাব হয়, না করলে ছাওয়াব হয়।

৩। **মকরুহ**— যা না করা উত্তম কিন্তু করলে আজাব হয় না?

৪। **মুসতাহাব**— যা করা উত্তম কিন্তু না করলে আজাব হয় না।

৫। **মুবাহ**— যা করা আর না করা সমান এবং উহাতে আজাব বা ছাওয়াব থাকে না।

অনুশীলনী ঃ

১। ওয়াজিব কাকে বলে?

২। একটি মুসতাহাব জিনিস বল।

৩। হারাম ও মকরুহের প্রভেদ কি?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ঊনবিংশ পাঠ

তক্বলীদ

মানুষ যে বিষয়ে অজ্ঞ থাকে সে বিষয়ে জ্ঞাত ব্যক্তির উপর আস্থা রাখে। যেমন বাড়ি তৈরী করতে রাজমিস্ত্রির ডাক পড়ে, আবার চেয়ার তৈরী করতে ছুতোর মিস্ত্রির। এজন্য আমরা ধর্মীয় নিয়ম কানুন জানবার জন্য আমাদের ওলামাদের উপর আস্থা রাখি। আলিম (জ্ঞানী) এর নিকট থেকে ধর্মীয় বিষয় জানার নাম তক্বলীদ। মুজতাহিদের তক্বলীদ করা হয়। যিনি ক্বোরআন ও হাদিছ থেকে মজহবের নিয়মকানুন জানতে পারেন তাকে মুজতাহিদ বলা হয়।

তক্বলীদে মুজতাহিদের শুধুমাত্র নাম ঠিকানা জানাই যথেষ্ট নয়, বরং তাঁর নির্দেশ মত চলা প্রয়োজন।

অনুশীলনী :

১। তক্বলীদের উপকারিতা কি?

২। মুজতাহিদ নিয়মকানুন কার নিকট থেকে জানেন?

৩। তক্বলীদ কি ভাবে হয়?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিংশ পাঠ

তাহারত্ ও নাজাসাত্

(পবিত্র ও অপবিত্র)

কিছু জিনিষ আছে যা পবিত্র যেমন পানি, মাটি, জমি প্রভৃতি। আবার কিছু জিনিষ অপবিত্র যেমন প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত, মুরদার, মদ, কুকুর, শুকর প্রভৃতি।

পাক জিনিষ দু'প্রকার :—

১। কিছু জিনিষ নিজেরা পবিত্র কিন্তু অপরকে পাক করতে পারে না। যেমন গোলাপ পানী, কেওড়ার আরক, দুধ, আরক, রস প্রভৃতি।

২। কিছু জিনিষ নিজেরা যেমন পাক আবার অপর কোন জিনিষকেও পাক করে। যেমন পানি, মাটি প্রভৃতি।

আবার অপবিত্র বা নাজিস্ জিনিষও দু'প্রকার :—

১। কিছু জিনিষ এমন না-পাক আছে যা পাক হ'তে পারে। যেমন নাপাক কাপড় ও নাপাক থালা-বাসন।

২। কিছু কিছু নাপাক জিনিষ আছে যা পাক হ'তে পারে না যেমন— শুকর, কুকুর প্রভৃতি।

অনুশীলনী :

১। পাঁচটি পাক জিনিষের নাম বল।

২। যে জিনিষ অপর জিনিষকে পাক করে তার উদাহরণ দাও।

৩। কোন্ জিনিষ কখনও পাক হয় না ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একবিংশ পাঠ

হাদছ্ ও খবছ্

তাহারত বা পবিত্রতা দু'প্রকার ঃ—

১। এক প্রকার তাহারত যাতে নিয়েতের প্রয়োজন। যেমন ওয়াজু, গোসল, তাইয়াম্মুম— সুতরাং যদি ওয়াজুরনিয়েত ছাড়া হাত, মুখ, ধোওয়া হয় বা গোসলের নিয়েত ছাড়া স্নান করা হয় তবে ওয়াজু বা গোসল কোনটাই হবে না।

২। দ্বিতীয় প্রকার তাহারতে নিয়েতের প্রয়োজন হয় না। যেমন কাপড় পাক করা, শরীর পাক করা প্রভৃতি। যদি কেহ নদীতে পড়ে যায় বা কোন কাপড় পুকুরে পড়ে যায় এবং উহাতে যে না-পাকী লেগেছিল তা দূর হ'য়ে যায় তবে উহা পাক হয়ে যাবে। তাকে আর পাক করার প্রয়োজন হয় না।

যে সকল জিনিষের উপর প্রথম প্রকার তাহারত করতে হয় তাকে হাদছ্ বলে। যেমন— প্রস্রাব বা পায়খানার পর নামাজ পড়ার জন্য ওয়াজু করতে হয়।

যে সকল না-পাক দ্রব্য লাগার পর নিয়েত ছাড়া পবিত্র হয় তাকে খবছ্ বলে। যেমন— কাপড়ে রক্ত লাগা।

যে সব না-পাক দ্রব্য লাগার পর কেবলমাত্র ওয়াজু করতে হয় তাকে হাদছ্ আজগর (ছোট) বলে ও যে সব না-পাক দ্রব্য লাগার পর গোসল করা হয় তাকে হাদছে আক্বর (বড়) বলা হয়।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অনুশীলনী ঃ

১। খোদার বাসস্থান কোথায় ?

২। খোদাকে কবে দেখা যাবে ?

৩। হলুলের অর্থ কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাবিংশ পাঠ

হালাল ও হারাম

ধর্ম ও শরীয়ত যে জিনিসগুলো ব্যবহার করার বিধান রেখেছে তাকে হালাল বলা হয়। আর যা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে তাকে হারাম বলা হয়।

হালাল ও হারাম বিশেষভাবে জানা এবং হারাম পরিহার (ত্যাগ) করা অত্যন্ত দরকার। প্রতিটি নাপাক জিনিষ খাওয়া ও পান করা হারাম। যেমন— প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত, মদ প্রভৃতি নাপাক। সুতরাং এদের খাওয়া বা পান করা হারাম। কিন্তু প্রতিটি জিনিষ পাক খাওয়া বা পান করা জায়েজ নয়, যদিও সে পাক ও হালাল। যেমন মাটি পাক কিন্তু উহা খাওয়া নিষেধ।

অবশ্য কেবলমাত্র প্রয়োজনের সময় রোগমুক্তির জন্য এমাম হোসায়েন (আঃ) এর কবরের মাটি খাওয়া জায়েজ।

অনুশীলনী ঃ

১। হালাল ও হারামের পার্থক্য দেখাও।

২। মাটি খাওয়া কি রকম ?

৩। না-পাক জিনিষের ব্যবহার কিরূপ ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রয়বিংশ পাঠ

পানি

পানি দুই প্রকার :—

১। মুত্‌লক্ব (বিশুদ্ধ) পানি— যাকে শুধুই পানি বলে।

২। মোজাফ (মিশ্র) পানি— যাতে কোন কিছু মিশ্রিত থাকে যেমন— আঙ্গুরের পানি, আঁখের রস, ডাবের পানি প্রভৃতি।

মুত্‌লক্ পানি অপর জিনিষকে পাক করতে পারে। মোজাফ পানি পাক হলেও অপরকে পাক করতে পারে না।

মুত্‌লক্ব পানি কয়েক প্রকার হয়— বৃষ্টির পানি, ঝর্ণার পানি, নদী ও পুকুরের পানি, কুয়ার পানি।

মুত্‌লক্ব্‌ পানি দ্বারা প্রতি জিনিষকে পাক করা যায়। মুত্‌লক্ব্‌ পানি দিয়ে ওয়াজু ও গোসল করা হয়। মোজাফ পানি যেমন— গোলাপ বা কেওড়ার পানি দিয়ে ওয়াজু বা গোসল্‌ হয় না। এবং এর দ্বারা কিছুই পাক করা যায় না।

অনুশীলনী :

১। মোজাফ পানি কাকে বলে?

২। ওয়াজ্‌ ও গোসল কোন্ পানি দিয়ে করতে হয়?

৩। কোন পানি ওয়াজ্‌ ও গোসল ও তাহারাতের কাজে আসে?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্বিংশ পাঠ

প্রস্রাব পায়খানার আদর্শ

প্রস্রাব বা পায়খানা করার সময় কা'বার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা হারাম। প্রস্রাবের পর পানি দ্বারা পাক করা ওয়াজিব। পানি ছাড়া প্রস্রাবের তাহারত হতে পারে না। প্রস্রাবের পর কাগজ, কাপড় বা ঢ্যালা দিয়ে মুছলে যথেষ্ট হয় না বরং পানি দিয়ে পাক করা প্রয়োজন।

প্রস্রাব ও পায়খানার সময় এমন স্থানে বসা উচিত নয় যেখানে কোন দর্শক উপস্থিত আছে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জঘন্য অপরাধ। আমাদের এমামগণ এর কঠোর বিরোধিতা করেছেন।

বাম হাত দ্বারা আবদস্ত করা উচিত। ডান হাতকে আল্লাহ খাদ্য খাওয়ার জন্য তৈরী করেছেন।

অনুশীলনী ঃ

১। প্রস্রাব ও পায়খানার জন্য কি কি প্রয়োজন ?

২। প্রস্রাব কি ভাবে পাক করা হয় ?

৩। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কেন খারাপ ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চবিংশ পাঠ

ওয়াজু

মানুষ যখনই নামাজ পড়তে চায় তখন ওয়াজুর প্রয়োজন। ওয়াজু ছাড়া নামাজ পড়া হারাম।

ওয়াজু করার নিয়ম— প্রথমে নিয়েত করবে যে, "ওয়াজু করছি **ক্বোরবাতান এলাল্লাহ**" এই নিয়েত মনে স্থান দেওয়া খুবই দরকার। নিয়েতের পর দুই হাতের কব্জী পর্যন্ত দুবার ধৌত করা, পরে তিনবার কুলি করা ও তিনবার নাকে পানি দেওয়া এই তিনটি ছুন্নত—ওয়াজিব নয়। নাকে পানি দেওয়ার পর মুখমণ্ডলকে কপালের উপর চুল ওঠার সীমানা থেকে দাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত ও চওড়ায় কান পর্যন্ত ধোওয়া খুবই ভাল।

তারপর ডান হাতের কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ধৌত করবে। ঐ রুপে বাম হাত ধৌত করবে।

উভয় হাত ধৌত করার পর হাতে যে পানি থাকে উহার সঙ্গে অন্য পানি না মিলিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা মাথার সম্মুখ ভাগে মাছাহ্ করবে। তারপর ডান হাত দ্বারা ডান পা ও বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের আঙ্গুল থেকে পায়ের গিরো পর্যন্ত মাছাহ্ করবে।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মাথা ও পায়ের মাছাহ্ একটি মাত্র আঙ্গুল দ্বারা করা যায় কিন্তু তিনটি আঙ্গুল দ্বারা মাছাহ্ করা খুবই ভাল।

অনুশীলনী ঃ

১। ওয়াজুর নিয়েত বল।

২। ওয়াজুতে মুখমণ্ডলের কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত ধোয়া হয় ?

৩। মাছাহ্ কি দিয়ে করতে হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষট্‌ত্রিংশ পাঠ

গোসল্

গোসল্ দু'প্রকার :—

১। কিছু গোসল্ ওয়াজিব হয়ে থাকে, যেমন— লাসকে গোসল্ দেওয়া ; মৃত দেহ গোসলের পূর্বে স্পর্শ করার পর্ গোসল্ করা ওয়াজিব।

২। কিছু গোসল্ ছুন্নত। যেমন— শুক্রবারের দিন গোসল করা, জেয়ারতের জন্য গোসল্ প্রভৃতি।

গোসল্ করার দুটি নিয়ম আছে :—

১। গোসল্ তারতীবি— ইহাতে প্রথমে নিয়েত করতে হয় ; "গোসল্ করছি **ক্কোরবাতান এলাল্লাহ**" এরপর মাথা ও গর্দান ধৌত করতে হয়। তারপর শরীরের ডান অর্দ্ধাংশ গর্দান থেকে পা পর্যন্ত তারপর ঐ ভাবে বাম অর্দ্ধাংশ ধৌত করা হয়।

২। গোসলে ইর্‌তেমাছি— ইহাতে নিয়েতের পর সম্পূর্ণ শরীর পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হয়।

যদি শুক্রবারের দিন হয় ও জেয়ারতের জন্যও গোসল্ করা হয়, তবে উভয়ের জন্য একটা গোসল্ যথেষ্ট। পৃথক পৃথক গোসলের প্রয়োজন হয় না।

অনুশীলনী :

১। গোসলে তারতীবি কি ভাবে করা হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তবিংশ পাঠ

তাইয়াম্মুম

ওয়াজু বা গোসল করার জন্য যদি পানি পাওয়া যায় না বা অসুস্থতা প্রভৃতির জন্য যদি পানি ব্যবহার করা না যায় বা নামাজের জন্য ওয়াজু বা গোসল্ করতে গেলে নামাজ কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে ওয়াজু বা গোসলের পরিবর্তে তাইয়াম্মুম্ করা উচিৎ।

তাইয়াম্মুম্— মাটি, বা পাথরের উপর করতে হয়। যদি ইহা না পাওয়া যায় তবে ধূলার উপর করা হয়।

তাইয়াম্মুম্ করার নিয়ম হল— প্রথমে নিয়েত করতে হয় "তাইয়াম্মুম্ করছি ওয়াজু বা গোসলের পরিবর্তে **ক্বোরবাতান এলাল্লাহ**" সঙ্গে সঙ্গে উভয় হাতের তালু মাটিতে মারতে হবে। তারপর হাত ঝেড়ে নিয়ে উভয় হাতের তালু দ্বারা কপালের চুল ওঠার সীমা থেকে নাক পর্যন্ত মাছাহ্ করবে। পরে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পীঠ ও তৎপরে ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পীঠ, কব্জি থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত মাছাহ্ করবে।

যদি হাতে আংটি প্রভৃতি থাকে তবে উহাকে ওয়াজু, গোসল্ ও তাইম্মুম্ করার সময় খুলে রাখতে হবে। নতুবা ওয়াজু,

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

গোসল্ ও তাইয়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।

নামাজের সময় শেষ হয়ে গেলে যদি পানি পাওয়া যায় তবে তাইয়াম্মুম্ করে যে নামাজ পড়া হয়েছে তা পুনরায় পড়ার দরকার নেই ।

অনুশীলনী ঃ

১। তাইয়াম্মুম্ কখন করা হয় ?

২। তাইয়াম্মুম্ কিসের উপর করা হয় ?

৩। শিক্ষককে তাইয়াম্মুম্ করে দেখাও ।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টবিংশ পাঠ

নামাজের সময়

ফজর বা সকালের নামাজের সময় ছুবেহ ছাদিক (ভোরবেলা) থেকে সূর্য্য উদয় হওয়া পর্য্যন্ত।

জোহর ও আছরের সময় দুপুরের পর সূর্য্য পশ্চিমে একটু হেলার পর থেকে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু প্রথমে জোহর তারপর আছরের নামাজ পড়তে হবে।

মগ্‌রিব ও এশার নামাজের সময় হল সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর আকাশে কাল বর্ণ প্রসারিত হওয়ার পর থেকে অর্দ্ধরাত পর্যন্ত। কিন্তু এই সময় প্রথমে মগ্‌রিব ও পরে এশা পড়তে হবে। জুমার নামাজের সময় সূর্য্য হেলার পর আরম্ভ হয় ও যত সময় প্রতিটি জিনিষের ছায়া তার সমান না হয় তত সময় পর্যন্ত থাকে।

ঈদের নামাজের সময় সূর্য্য উদয় হওয়ার পর থেকে দুপুর পর্যন্ত।

প্রতিটি নামাজকে তার সময়ের মধ্যে পড়া দরকার। জেনে শুনে নামাজ ক্বাজা করা হারাম।

অনুশীলনী ঃ

১। সকালের নামাজ কখন ক্বাজা হয় ?

২। নামাজ তার সময়ের পর পড়া কিরূপ হয় ?

৩। ঈদের নামাজের সময় কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ঊনত্রিংশৎ পাঠ

ছেজ্‌দা গাহ

ছেজ্‌দা মাটি বা মাটি থেকে উৎপন্ন এমন জিনিষ যা খাওয়া বা পরা হয় না তার উপর করতে হয়।

মাটি, পাথর, কাঠ, চেটাই, কাগজ প্রভৃতির উপর ছেজ্‌দা করা জায়েজ। খাওয়া হয় এমন ফল, পাতা এবং কাপঁড়ের উপর ছেজ্‌দা জায়েজ নয়।

ছেজ্‌দা পবিত্র জিনিষের উপর করতে হবে। অপবিত্র জিনিষের উপর ছেজ্‌দা জায়েজ নয়।

কারবালার মাটির উপর ছেজ্‌দা করলে বেশী ছাওয়াব হয়। এই জন্য শিয়ারা কারবালার মাটির ছেজ্‌দা গাহ্ সঙ্গে রাখেন ও তার উপর ছেজ্‌দা করেন। ইহাতে বেশী ছওয়াবও হয় আর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে ইহা পাক মাটি।

অনুশীলনী ঃ

১। কলার পাতা ও পানের উপর ছেজ্‌দা জায়েজ কিনা ?
২। কাঠ ও চেটাইয়ের উপর ছেজ্‌দা কেন জায়েজ ?
৩। কারবালার ছেজ্‌দা গাহতে কেন ছেজ্‌দা করা হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রিংশৎ পাঠ

নামাজের নিয়ম

১। নামাজির উচিৎ পবিত্র কাপড় পরে, ওয়াজু করে ক্বিবলার দিকে মুখ করে, দাঁড়ায় — ও নিয়েত করে সকালের "দু' রেকাত নামাজ পড়ছি **ক্বোরবাতান এলাল্লাহ**।" নিয়েতের সঙ্গে সঙ্গে **আল্লাহো আকবর** বলতে হয়। ও পরে সুরা "আল্-হাম্‌দ্" ও আর একটি সুরা পড়ে রুকুতে যেতে হয়। রুকুতে যেয়ে কমপক্ষে একবার **"ছুবহানা রাব্বিইয়াল আজিমে ওয়া বেহামদেহ"** বলার পর সোজা হয়ে দাঁড়ান আবশ্যক। দাঁড়িয়ে **"ছামেআল্লাহো লেমান হামেদাহ"** ও **আল্লাহো আকবর** বলে ছেজদায় যেতে হবে এবং মাটিতে কপাল রেখে কমপক্ষে একবার **"ছুবহানা রাব্বিইয়াল আলা ওয়া বেহামদেহ"** বলার পর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসতে হবে এবং **"আল্লাহো আকবর"** ও **আছতাগ ফেরুল্লাহা রাব্বি ওয়া আতুবো এলাইহ"** ও আল্লাহো আকবর বলে দ্বিতীয় ছেজদায় যেতে হবে। এবং প্রথম সেজদার ন্যায়, **ছুবহানা রাব্বিইয়াল আলা ওয়া বেহামদেহ** বলে মাথা তুলে বসবে ও **আল্লাহো আকবর** বলবে, তারপর **"বেহাওলিল্লাহে ওয়া কুওয়াতেহী আকুমো ওয়া আকউদ** বলতে বলতে দাঁড়াতে হবে। অতঃপর আল্‌হাম্‌দো ও অন্য একটি সুরা পড়ে কুনুত পড়বে। মুখের সামনে হাত উঁচু করে দোওয়া কুনুত পড়বে

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যদি দোওয়া মুখস্থ না থাকে-তবে কমপক্ষে দরুদ শরীফ পড়া যায়। দোওয়ার পর রুকুতে যাওয়া ও প্রথম রেকাতের ন্যায় রুকু ও ছেজ্‌দা পালন করতে হবে। তারপর বসে তাশাহুদ্ পড়তে হয়। "আশ্‌হাদো আল্‌লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহূ ; ওয়া আশ্‌হাদো আন্না মুহম্মাদান আবদোহু ওয়া রাসুলোহু। আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মুহাম্মাদীওঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ। তাশাহুদের পর ছালাম পড়ে নামাজ শেষ করতে হয়।

"আছ্‌ছালামো আলায়কা আইয়্যোহান্‌ নবীই-য়্যো ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরাকাতোহু ; আছ্-ছালামো আলায়না ওয়া আলা এবা—দিল্লাহিছ ছালেহিন ; আছ্‌ছালামো আলায়কুম ওয়া রহমা-তুলাহেওয়া বরাকাতোহ।

যদি নামাজ তিন বা চার রেকাতের হয় তবে তাশাহুদের পর ছালাম না পড়ে দাঁড়িয়ে এক বা দু' রেকাত আরও পড়তে হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ রেকাতে সুরা হাম্‌দ্ বা "ছুবহানাল্লাহে ওয়াল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে ওয়া লাএলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াল্লাহো আকবর" পড়তে হবে। দ্বিতীয় সুরার প্রয়োজন নেই। এরপর রুকু, ছেজ্‌দা, তাশাহুদ ও ছালাম পূর্বের ন্যায় পড়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

অনুশীলনী ঃ

১। নামাজ মুখস্থ করে শোনাও।

২। নামাজ পড়ে দেখাও।

৩। দোওয়া কুনুত, তাশাহুদ, ছালাম পড়ে শোনাও।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একত্রিংশৎ পাঠ

নামাজের আদর্শ

নামাজীর উচিৎ নামাজে এমন আদবে দাঁড়াবে যেন খোদার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নামাজে ডাইনে বা বামে তাকানো জায়েজ নয়।

নামাজের অবস্থায় হাসা বা কাঁদা জায়েজ নয়। তবে যদি খোদার ভয়ে অশ্রু পড়ে তাহলে এর চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।

নামাজে কথা বলা হারাম। নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্বোরআন পাঠ ও খোদার জিক্র করা দরকার। যদি কেহ নামাজের অবস্থায় ছালাম করে তবে তার জওয়াব (উত্তর) অবশ্যই দিতে হবে। নামাজের অবস্থায় "ছালামুন আলায়কুমের" উত্তর "ছালামুন আলায়কুম" ই দিতে হবে। আলায়কুম আছ-ছালাম" বলা যায় না।

নামাজের অবস্থায় "আদাব" প্রভৃতির উত্তর দেওয়া যায় না।

অনুশীলনী ঃ

১। নামাজ পড়ার সময় হাসলে নামাজ ঠিক হবে কি ?

২। নামাজের অবস্থায় ছালামের উত্তর কিভাবে দিতে হবে ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাত্রিংশৎ পাঠ

রোজা

রোমজান মাসের চাঁদ দেখার পরই সকল মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের উপর রোজা ওয়াজিব হয়ে যায়, রোজা সকালের আজান থেকে মগরিবের আজান পর্যন্ত থাকে ।

স্বেচ্ছায় রোজা না রাখলে পরে রোজার ক্বাজা আদা করতে হবে। আবার প্রতি রোজার জন্য ৬০টি করে রোজা বা ৬০টি গরীব লোককে খেতে দিতে হবে।

নাবালক বালক-বালিকাদের উপর রোজা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তাদেও অবশ্যই রোজা রাখা উচিৎ। ইহাতে তাদের ও তাদের পিতা মাতার ছওয়াব হয়।

রোগী ও মুছাফিরের উপর রোজা ওয়াজিব নয়। রোজার অবস্থায় খাওয়া, পান করা ও পানীতে ডুব মারা (মাথা ডুবানো) প্রভৃতি হারাম।

রোজার নিয়েত হল "রোজা রাখছি রোমজান মাসের ক্বোরবাতান্ এলাল্লাহ্।"

অনুশীলনী :

১। রোজা কখন থেকে কখন পর্যন্ত রাখতে হয় ?

২। স্বেচ্ছায় রোজা না রাখলে কি করতে হয় ?

৩। রোজার নিয়েত কি ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রৈত্রিশতম পাঠ

হজ্

হজ্ সাবালক বুদ্ধিমান ও স্বাধীন ব্যক্তির উপ ওয়াজিব। নাবালক, পাগল, গোলাম ও গরীবদের উপর ওয়াজিব নয়। হজ্ জীবনে মাত্র একবার ওয়াজিব হয়। ওয়াজিব হজ্ পালন করার পর আর কোন হজ্ ওয়াজিব থাকে না।

এমাম জাফর ছাদিক্ব (আঃ) এর বাণী যার উপর হজ্ ওয়াজিব হয়েছে সে যদি হজ্ না করে মরে, তবে তার মৃত্যু মুসলমান রূপে হয় না বরং ইহুদী বা খৃষ্টানের ন্যায় হয়। মৃত ব্যক্তির উপর প্রকৃত ভালবাসা হল তার উপর হজ্ ওয়াজিব থাকলে তার পরিবর্তে হজ্ আদায় করে দেওয়া।

অনুশীলনী ঃ

১। হজ্ না করে মৃত্যু হলে সে মৃত্যু কিরূপ হয় ?

২। পাগলের উপর হজ্ ওয়াজিব কি ?

৩। জীবনে হজ্ কতবার ওয়াজিব ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চৌত্রিশতম পাঠ

জাকাৎ

জাকাৎ নয়টি জিনিষের উপর ওয়াজিব, যথা— গম, জব, খুরমা, কিস্‌মিস, সোনা-রূপার মুদ্রা, উট, গরু ও ছাগল। এছাড়া গহনা, নোট (টাকার), ছোলা, চাউল, ডাল, প্রভৃতির উপর জাকাৎ ওয়াজিব নয়। যে পরিমাণ মালের উপর জাকাৎ ওয়াজিব হয় সেই পরিমাণ মাল উৎপাদন না হলে জাকাৎ ওয়াজিব হয় না। গম, জব, খুরমা বা কিস্‌মিস ৮৪৭ কেজি হলে জাকাৎ ওয়াজিব হয় নতুবা নয়।

সোনা রূপার ৪০তম অংশ জাকাৎ দিতে হয়। গম, জব, প্রভৃতির জাকাৎ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। যদি সেচ দ্বারা উৎপাদন করা হয় তবে ২০-তম অংশ, আর সেচ না দিলে ১০তম অংশ।

অনুশীলনী ঃ

১। ৪০তম জাকাৎ কিসের উপর দিতে হয়?

২। গম, জব, কতটা হলে জাকাৎ দিতে হবে?

৩। গম, জবের উপর কতটা জাকাৎ দিতে হয়?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঁয়ত্রিশতম পাঠ

খুমুছ

সাতটি জিনিষের উপর খুমুছ ওয়াজিব হয়।

১। বাৎসরিক সঞ্চয়। ২। খাজানা। ৩। খনি। ৪। হালাল মালে হারাম মাল মিশ্রিত হলেও হারাম মালের পরিমাণ জানতে না পারলে। ৫। ডুব দিয়ে যে মাল বাহির করা হয়। ৬। জেহাদে মালে গানিমত (লুণ্ঠীত মাল) ৭। জিম্মী কাফেরের জমি যা সে মুসলমানের নিকট থেকে ক্রয় করে।

সারা বছরে চাকরি, চাষ, ব্যবসা মজুরী, উপহার প্রভৃতি যে কোন উপায়ে যে মাল উপার্জন হয়, বছরের শেষ দিনে সে মালের যা অবশিষ্ট থাকে তার পঞ্চম অংশ খুমুছ হিসাবে দেওয়া ওয়াজিব। খুমুছ দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। এক ভাগ এমাম (আঃ) এর যা কোন মুজতাহিদকে দিতে হয়। আর অন্য ভাগ গরীব ও ধার্মিক ছৈয়েদকে দেওয়া হয়। যদি কারো মা ছৈয়েদানী হয় কিন্তু বাবা ছৈয়েদ না হয়, তবে তাকে খুমুছ দেওয়া যায় না। কিন্তু যদি মা ছৈয়েদানী না হয় কিন্তু বাবা ছৈয়েদ হয় তবে তাকে খুমুছ দিতে হবে।

অনুশীলনী ঃ

১। খুমুছ কিসের উপর ওয়াজিব ?

২। কোন দিনে খুমুছের হিসাব করা হবে ?

৩। মুজতাহিদকে খুমুছের কোন অংশ দেওয়া হয়।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ছত্রিশতম পাঠ

নজর ও ফাতেহা

নবী বা এমামের খেদমতে যে জিনিষ দেওয়া হয় তার নাম নজর। যদি নজর নবী বা এমাম পর্যন্ত পৌঁছান যায় তবে নজরের জিনিষ তাঁদের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। নতুবা গরীবদের দিয়ে তার ছওয়াব তাঁদের খেদমতে পেশ করতে হবে। নজর জীবিত এমাম বা নবীরও হতে পারে।

ফাতেহা শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তিকে ছওয়াব পৌঁছানোর নাম। নজরের নিয়ম হল, **দরুদ শরীফ, ছুরা ফাতেহা, কুল হোওয়াল্লাহ** ও পরে পুনঃ **দরুদ** পাঠ করে খোদার নিকট মিনতি করে যে "আমি এই ছুরাগুলির ছওয়াব ১৪ মাছুমীনকে নজর করলাম।" যদি কোন মৃতের ফাতেহা দিতে হয় তবে ইহা বলবে যে "এর পরিবর্তে যে ছওয়াব অর্জিত হ'ল তা অমুক ব্যক্তির রুহুতে বখ্‌শে দিলাম।"

অনুশীলনী ঃ

১। নজর কোন জিনিষের নাম ?

২। নজরের নিয়ম কি ?

৩। ফাতেহা কেন দেওয়া হয় ?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সাঁইত্রিশতম পাঠ

খায়রাত

হজরত ইছা (আঃ) একদিন এক কাঠুরিয়াকে দেখে বললেন যে, এ কাঠুরিয়া আজ মারা যাবে। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন তিনি সেই গ্রামে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখেন, সেই কাঠুরিয়া কাঠের বোঝা মাথায় করে জঙ্গল থেকে ফিরে আসছে। তিনি তাকে কাঠের বোঝা খুলতে বলেন। ঐ বোঝার মধ্যে একটি সাপ ছিল যাকে সে কাঠ মনে করে কাঠের সঙ্গে বেঁধে এনেছে। সাপের মুখে একটি পাথর ছিল। তিনি কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ তুমি কি সৎ কাজ করেছ? সে বলল আজ যখন আমি খেতে বসি তখন একটি রুটি একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খেতে দিই। হজরত ইছা (আঃ) বললেন যে, আজ সাপের দ্বারা তোমার মৃত্যু ছিল কিন্তু তোমার রুটি তোমাকে বাঁচাল। এই জন্য সাপের মুখে পাথর।

শিশুরা মনে রেখ, খোদার রাস্তায় খায়রাত করলে বিপদ দূর হয়ে যায়।

অনুশীলনী :

১। খায়রাতের উপকারিতা কি?
২। কাঠুরিয়ার জীবন কিভাবে বাঁচল?
৩। কাঠুরিয়া খায়রাত না করলে কি হত?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আটত্রিশতম পাঠ

কোরআন পাঠের আদর্শ

ক্কোরআন মজিদ পাঠ করার সময় নিম্নোক্ত বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন।

১। পাঠের পূর্বে ওয়াজু করা। ২। পাঠের সময় মাথা আল্গা না রাখা। ৩। প্রথমে "আয়ুজো বিল্লাহে মেনাশ, শায়তানির রাজিম" বলা। ৪। পাঠের শেষে "ছাদাকাল্লাহুল য্যালীইয়ুল আজীম" বলা। ৫। পাঠের প্রথমে ও শেষে দরুদ পড়া। ৬। পাঠের সময় অক্ষরগুলো সঠিক উচ্চারণ করা। ৭। ছুরা হামদ শেষ হলে "আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন" বলা। ৮। ছুরা "কুল হোওয়াল্লাহ" পড়ার পর কাজালেকাল্লাহো রাব্বি বলা। ৯। ছুরা বরায়াতের পূর্ব্বে বিসমিল্লা না বলে "আয়ুজো বিল্লাহে মিন গাজাবিল জাব্বার বলা উচিৎ। ১০। সেজদার আয়েতগুলো পড়ে সেজদা করা উচিৎ।

অনুশীলনী ঃ

১। ক্কোরআন পাঠ করার পূর্ব্বে ও পরে কি বলা উচিৎ?

২। ছুরা কুলহোওয়াল্লাহুর পর কি বলা উচিৎ?

৩। ছুরা বরায়াতের পূর্বে কি বলা দরকার?

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

উনচল্লিশতম পাঠ

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম :— কুলইয়া আইয়্যোহাল্‌কাফেরুন। লা-আ'বোদো মা-তা'বোদুন। ওয়ালা আন্‌তুম আবেদুনা মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা আবেদুম্‌-মা আবাত্‌-তুম। ওয়ালা আন্‌তুম আবেদুনা মা--আ'বুদ। লা কুম্‌ দীনোকুম্‌ ওয়ালিইয়াদীন।

চল্লিশতম পাঠ

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম :—

আলম্‌ নাশ্‌রাহ্‌ লাকা ছাদ্‌রাকা ; ওয়া ওয়াজানা আন্‌কা বিজ্‌রাকাল্‌ লাজি আন্‌কাজা জাহ্‌রাকা, ওয়া রাফানা লাকা জিক্‌রাকা। ফা ইন্না মাআল্‌ উছ্‌রে ইউছ্‌রা। ইন্না মাআল্‌ উছ্‌রে ইউছ্‌রা। ফা-এজা ফারাগ্‌তা ফানছাব্‌, ওয়া এলা রাব্বেকা ফারগাব্‌।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একচল্লিশতম পাঠ

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম ঃ— ছাব্বে হিছ্‌মা রাব্বেকাল্‌ আলাল্‌ লাজী খালাক্বা ফাছাউ-ওয়া। ওয়াল লাজী ক্বাদ্দারা ফাহাদা। ওয়াল্‌ লাজী আখ্‌রাজাল মার্‌-আ। ফাজা আলাহু গোছা-আন্‌ আহ্‌ওয়া। ছা-নুক্বরেয়োকো ফালা তান্‌ছা। ইল্লা মাশা-আল্লাহ; ইন্নাহু ইয়ালামুল্‌ জাহরা ওয়ামা ইয়াক্‌ফা। ওয়া নো ইয়াছ-ছেরোকা লিল্‌ ইয়ুছ্‌রা। ফাজাক্কীর ইন্‌ নাফা-আত্তিজ্‌ জিক্‌রা। ছাইয়াজ্‌ জাক্কারো মাই ইয়াখ্‌-শা। ওয়া ইয়াতা-জান্নাবোহাল আশক্বাল্লাজী ইয়াছ্‌লান্‌নারাল্‌ কুব্‌রা। ছুম্মা লা ইয়া মুতো ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্‌ইয়া। ক্বাদ্‌ আফলাহা মান্‌ তাজাক্কা। ওয়া জাকারাছ্‌মা রাব্বেহি ফাছাল্লা। বালতু ছেরুনাল্‌ হাইয়া তাদ্দ্‌নীয়া; ওয়াল্‌ আখেরাতো খায়রুঁ-ওয়া আবক্বা। ইন্না হাজা লাফীছ্‌ ছোহোফিল্‌ উলা; ছোহোফে ইব্‌রাহিমা ওয়া মুছা।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিয়াল্লিশতম পাঠ

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম :— ওয়াশ্‌-শাম্‌ছে ওয়াজ্‌-জোহাহা। ওয়াল্‌ ক্বামারে এজা তালাহা। ওয়ান্নাহারে এজা জাল্লাহা। ওয়াল্‌ লাইলে এজা ইয়াগ্‌শাহা। ওয়াছ্‌-ছামায়ে ওয়ামা বানা হা। ওয়াল আর্‌জে ওয়ামা ত্বাহা হা। ওয়া-নাফ্‌ছিওঁ ওয়ামা ছাউ-ওয়াহা। ফা-আল্‌-হামা--হা ফোজুরাহা। ওয়া তাক্ব-ওয়াহা। ক্বাদ্‌ আফ্‌লাহা মান্‌ জাক্কাহা ওয়া ক্বাদ্‌ খাবা মান্‌ দাছ্‌ছাহা কাজ্‌-জাবাত্‌ ছামুদো বেতাগ্‌-ওয়াহা এজিম বাআছা আশ্‌ক্বাহা ফাক্বা-লা লাহুম রাছুলুল্লাহে নাক্বাতাল্লাহে ওয়া-ছুক্বইয়াহা। ফাকাজ-জাবুহো ফা-আক্বারুহা। ফাদাম্‌দামা আলায়হিম্‌ রাব্বোহুম্‌ বেজাম্বেহিম্‌ ফাছাউওয়াহা। ওয়ালা ইয়াখাফো উক্ববাহা।

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তিতাল্লিশতম পাঠ

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম :—

এজা জুল্‌জেলাতিল আরজো জিল্‌জালাহা। ওয়া আখ্‌রাজাতিল্ আরজো আছ্‌ক্বা-লাহা। ওয়া-ক্বালাল্ ইন্‌ছানো মালাহা। ইয়াওমায়েজিন তোহাদ্দেছো আখ্‌বারাহা। বেআন্না রাব্বাকা আওহা-লাহা। ইয়াওমায়েজিঁ ইয়াছ্‌দোরুন্নাছো আশ্‌তাতাল্ লে-ইয়োরাও আমালাহুম। ফামাইঁয়ামাল্ মিছ্‌ক্বালা জার্‌রাতীন খায়রাই ইয়ারাহ্। ওয়া মঁাই ইয়ামাল্ মিছ্‌ক্বালা জার্‌রাতীন শার্‌রাঁই ইয়ারাহ্।

✱ সমাপ্ত ✱

TANZEEMUL MAKATIB E_LIBRARY visit our website www.tanzeemulmakatib.org